দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

00 064

একটি জাতীয় সম্পদ বহুভাষী সাঁটলিপি

দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর পূর্বে। দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার দায়িত্ব এদেশের সকল সচেতন নাগরিকের। স্ব স্ব গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন নতুন কিছু চিন্তা-ভাবনার ফসল ফলানোর মাধ্যমেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হবে। তাহলে আসবে আমাদের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য। দেশীয় প্রযুক্তির দ্বারা দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি। এতে করে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়বে বেকারত্ব কমবে এবং উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি ঘটবে বাইরের বিশ্বে।

বাংলাদেশ ছোট একটি রাষ্ট্র, জনসংখ্যা অনেক বেশী। ফলে সার্বিক চাহিদাও বেশী। দেশীয় সম্পদ ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার না করলে কতিপয় লোকজন ছাড়া সকলেই কাজের নেশায় ছুটবে। কাজ পাবে না, ফলে ভয়াবহ পরিণতি হতে বাধ্য হবে। সাটলিপি সারা বিশ্বে দফতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি অদ্বিতীয় প্রযুক্তি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত দাফতরিক কর্মী ছাড়া অফিসের কাজকর্মে পরিপূর্ণতা আসে না। পরিপূর্ণতা না আসলেই সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ে, অফিসের কাজকর্মে মন্থরগতি পরিলক্ষিত হয়। কর্তাব্যক্তিগণ কাজের জটিলতার জন্য অসম্মানিত হন ইত্যাদি নিত্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে দেশের সকল সরকারী বেসরকারী চাকরিজীবীর মধ্যে প্রায় শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ লোক এই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং এই পেশায় চাকরি করছেন। এই ১৫ ভাগ চাকরিজীবীর জন্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়গুলি সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে, মহিলা পরিদফতর, সামরিক, পর্যটন বিদেশী ও সরকারী বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের প্রতিটি শহরে রয়েছে শত শত বেসরকারী সাটলিপি ও টাইপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রায় শিক্ষাব্যবস্থারই সর্বত্রে পদ্ধতিগত মিল রয়েছে, সিলেবাস রয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে কিন্তু এই শিক্ষার এত গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সার্বিক উন্নতির তেমন কোন পদক্ষেপ ইতিপূর্বে লওয়া হয়নি। ফলে বৃটিশ আমলে বা তারপর পাকিস্তান আমলে যে পদ্ধতি ও নিয়মানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আজও তদনুরূপ রয়েছে। অথচ মাঝখানে এতো দীর্ঘ ব্যবধানে মানুষের চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, সম্পদ ও প্রযুক্তির কত পরিবর্তন ও প্রসার ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক বর্তমান সদাশয় সরকার দেশীয় সম্পদ ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার যে বলিষ্ঠ প্রয়াস নিয়েছেন বহুভাষী সাটলিপির উদ্ভাবনা ও জাতীয় স্বীকৃতিদান তার একটি অন্যতম উদাহরণ। সরকার এই শিক্ষার উন্নয়ন সাধনের জন্য দেশে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, যা অনেক পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে উক্ত গবেষণা একাডেমীর নবীন গবেষকবৃন্দ গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবনা করেছেন বহুভাষী সাটলিপি। যার উদ্ভাবনায় শিক্ষার্থিগণ একই সময়ে একই খরচে, অতি সহজে একই চিহ্নে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় বহুভাষী সাটলিপি শিখতে পারছেন। অন্যদিকে সরকার বাঁচাতে পারছেন বৈদেশিক মুদ্রা। ইতিপূর্বে সাটলিপির পাঠ্যবই বিদেশ থেকে আমদানী করে এবং শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হতো।

সাটলিপির চাহিদা সারা বিশ্ব জুড়ে। সাটলিপি ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাটলিপির চাকরির ক্ষেত্র ছাড়াও সাংবাদিকতায়, সভা-সমিতিতে বক্তার বক্তব্যকে দ্রুত লিপিবদ্ধ করা, কোর্ট কাছারীতে বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলীর রায় লিপিবদ্ধ করা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের মাসিক সাপ্তাহিক সভার প্রতিবেদন পুস্তকের তথ্য সংগ্রহ সাটলিপির দ্বারা লিপিবদ্ধ করা এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাসে শিক্ষকের মূল্যবান বক্তব্য সাটলিপির মাধ্যমে বক্তব্যের সাথে সাথে নোট করে ব্যবসায় বসে তার ট্রান্সক্রিপের মাধ্যমে নোটবই তৈয়ার করার কাজে চমৎকারভাবে সাটলিপি ব্যবহার করা যায়। এতে অল্প সময়ে একজন শিক্ষক বেশী নোট দিতে পারেন এবং অপর দিকে ছাত্রছাত্রীরা মূল্যবান এবং সুন্দর নোট তৈরি করতেও পারেন। ফলে বাজারের নোটবইয়ের ব্যাপকতাও রোধে সক্ষম হতে পারে এবং আংশিক হলেও সেশনজট রোধে সাটলিপি সহায়তা করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায় জাতীয় বহুভাষী সাটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, বগুড়া ইতিমধ্যেই দফতর বিজ্ঞানের উপর যে সমস্ত পাঠ্যবই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় প্রকাশ করেছে তা সত্যিই ভাল এবং আমাদের জাতীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলা যায়। ফলে জাতি এই কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবই-এর দ্বারা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে এই শিক্ষার প্রতিটি পাঠ্যবই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত।

বর্তমানে দেশ এই শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেশের প্রায় ১৫ ভাগ বেকার শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে, একজন দক্ষ দাফতরিক কর্মী দফতরের নথিপত্র থেকে শুরু করে সুন্দর দাফতরিক কাজের মাধ্যমে অফিসের জটিলতা রোধ করছে। সুতরাং এই শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং স্বার্থকতা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলে গবেষকরা মনে করেন।

—মোঃ আবদুল মান্নান সরকার